রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনে কেমন জনপ্রতিনিধি পেলাম

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮)

নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী গত ৩০ জুলাই ২০১৮, একই দিনে অনুষ্ঠিত হলো রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। তফসিল অনুযায়ী গত ২৮ জুন পর্যন্ত মনোনয়নপত্র দাখিল; ১ ও ২ জুলাই মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই; ৯ জুলাই পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং ১০ জুলাই ২০১৮ প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হয়। ১০ জুলাই ২০১৮ থেকে ২৮ জুলাই চলে প্রচারণা। এরপর নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হয় বহু প্রতীক্ষিত এই নির্বাচন।

নির্বাচনের দিনেই রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কয়েকটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত থাকলেও ইতোমধ্যেই সামগ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। বরিশাল ১ টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত ও ১৫টি কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছিল। নির্বাচন কমিশনসূত্রে জানা গিয়েছে যে, অনেকগুলো ভোটকেন্দ্র সম্পর্কে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায়, সেগুলোতে অভিযোগের তদন্ত করছে নির্বাচন কমিশন। ইতোমধ্যেই ৩০ ভোটকেন্দ্রের অভিযোগের তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে, বাকী রয়েছে আরও ২৭টি ভোটকেন্দ্রের তদন্ত। তদন্তকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে না বলে আমরা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে আমরা জানতে পেরেছি। সঙ্গত কারণেই আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করবো।

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩,১৮,১৩৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার: ১,৫৬,০৮৫ জন এবং নারী ভোটার: ১,৬২,০৫৩ জন। মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ৩০টি। ভোটকেন্দ্র ছিল ১৩৮টি। এই সিটিতে মেয়র পদে ৬ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৭০ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২২৮ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্তভাবে মেয়র পদে ৫ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৬০ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন; সর্বমোট ২১৭ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৫২ জন ছাড়াও মোসাঃ নূরুন্নাহার বেগম ২৫ নং ওয়ার্ডে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় সর্বমোট নারী প্রার্থীর সংখ্যা দাড়িয়েছিল ৫৩ জনে। তবে নূরুন্নাহার বেগম নির্বাচিত হতে পারেননি।

সিলেট সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩,২১,৭৩২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার: ১,৭১,৪৪৪ জন এবং নারী ভোটার: ১,৫০,২৮৮ জন। দেশের সকল এলাকায় পুরুষ ও নারী ভোটারের সংখ্যা কাছাকাছি হলেও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নারী ভোটার পুরুষ ভোটারের চেয়ে ২১,১৫৬ জন কম। মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ২৭টি। ভোটকেন্দ্র ছিল ১৩৪টি। এই সিটিতে মেয়র পদে ৯ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৩৭ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৬৩ জন অর্থাৎ ৩টি পদে সর্বমোট ২০৯ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও চূড়ান্তভাবে মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১২৭ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৬২ জন; সর্বমোট ১৯৬ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ৬২ জন ছাড়াও মিসেস নিলুফা সুলতানা চৌধুরী পপি ৫ নং ওয়ার্ড থেকে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় সর্বমোট নারী প্রার্থী সংখ্যা দাড়িয়েছে ৬৩ জনে। তবে তিনি নির্বাচিত হতে পারেননি। সিলেট সিটি কর্পোরেশনেও একজন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি হলেন, ২০ নং ওয়ার্ডের জনাব আজাদুর রহমান আজাদ।

রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মোট প্রার্থী সংখ্যার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, মেয়র পদে মোট ১২ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৮৭ জন এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে ১১৪ জন; সর্বমোট ৪১৩ জন এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে যে ৭ ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কাছে দাখিল করেছিলেন, আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে তার বিশ্লেষণ সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের সহযোগিতায় জনগণের কাছে তুলে ধরেছি। আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আমরা রাজশাহী ও সিলেট সিটির নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তথ্যের বিশ্লেষণসহ নির্বাচনের মূল্যায়ন তুলে ধরছি।

মূলত আমরা ভোটারদের কাছে তুলে ধরতে চাই যে, তাঁরা কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা এই বিশ্লেষণ থেকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক অনুষঙ্গসমূহ খুঁজে বের করতে সক্ষম হবেন; যা ভবিষ্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

১.১ রাজশাহী:

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৩ ৬০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**৭ ২৩.৩৩%**	**৭ ২৩.৩৩%**	**৬ ২০%**	**৬ ২০%**	**৪ ১৩.৩৩%**	**০ ০%**	**৩০ ১০০%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	৬৫ ৪০.৬২%	১৯ ১১.৮৭%	৩৪ ২১.২৫%	২৭ ১৬.৮৭%	১৩ ৮.১২%	২ ১.২৫%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**৪ ৪০%**	**০ ০%**	**৩ ৩০%**	**০ ০%**	**৩ ৩০%**	**০ ০%**	**১০ ১০০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২৫ ৪৮.০৭%	৬ ১১.৫৩%	১০ ১৯.২৩%	৩ ৫.৭৬%	৭ ১৩.৪৬%	১ ১.৯২%	৫২ ১০০%
মোট বিজয়ী	**১১ ২৬.৮২%**	**৭ ১৭.০৭%**	**৯ ২১.৯৫%**	**৭ ১৭.০৭%**	**৭ ১৭.০৭%**	**০ ০%**	**৪১ ১০০%**
মোট প্রার্থী	৯০ ৪১.৪৭%	২৫ ১১.৫২%	৪৪ ২০.২৭%	৩৩ ১৫.২০%	২২ ১০.১৩%	৩ ১.৩৮%	২১৭ ১০০%

- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের শিক্ষাগত যোগ্যতা বি এ অনার্স; এল এল বি।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭ জনের (২৩.৩৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৭ জনের (২৩.৩৩%) এসএসসি এবং ৬ জনের (২০%) জনের এইচএসসি, ৬ জনের (২০%) স্নাতক এবং ৪ জনের (১৩.৩৩%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (৪০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ৩ জনের (৩০%) এইচএসসি এবং ৩ জনের (৩০%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৮ জনের (৪৩.৯০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। পক্ষান্তরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীর সংখ্যা ১৪ জন (৩৪.১৪%)। ৪১ জন নবনির্বাচিত জন প্রতিনিধির মধ্যে ১১ জন (২৬.৮২%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ২৫.৩৪% (২১৭ জনের মধ্যে ৫৫ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৪.১৪% (৪১ জনের মধ্যে ১৪ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৪২.৮৫% (২১৭ জনের মধ্যে ৯৩ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২৬.৮২% (৪১ জনের মধ্যে ১১ জন)।
- বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন বেশি, তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

১.২ সিলেটঃ

পদ	এসএসসি'র নীচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	**১ ১০০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**
মেয়র প্রার্থী	২ ২৮.৫৭%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	২ ২৮.৫৭%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**১০ ৩৭.০৩%**	**২ ৭.৪০%**	**৪ ১৪.৮১%**	**৮ ২৯.৬২%**	**৩ ১১.১১%**	**০ ০%**	**২৭ ১০০%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	৬০ ৪৭.২৪%	২২ ১৭.৩২%	১৭ ১৩.৩৮%	২০ ১৫.৭৪%	৭ ৫.৫১%	১ ০.৭৮%	১২৭ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**৪ ৪৪.৪৪%**	**০ ০%**	**১ ১১.১১%**	**৩ ৩৩.৩৩%**	**১ ১১.১১%**	**০ ০%**	**৯ ১০০%**

নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৬ ৫৯.০১%	৫ ৮.১৯%	৬ ৯.৮৩%	৮ ১৩.১১%	৪ ৬.৫৫%	২ ৩.২৭%	৬১ ১০০%
মোট বিজয়ী	**১৫** **৪০.৫৪%**	**২** **৫.৪০%**	**৫** **১৩.৫১%**	**১১** **২৯.৭২%**	**৪** **১০.৮১%**	**০** **০%**	**৩৭** **১০০%**
মোট প্রার্থী	৯৮ ৫০.২৫%	২৮ ১৪.৩৫%	২৪ ১২.৩০%	৩০ ১৫.৩৮%	১২ ৬.১৫%	৩ ১.৫৩%	১৯৫ ১০০%

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী শিক্ষাগত যোগ্যতার ঘরে 'স্ব-শিক্ষিত' উল্লেখ করেছেন।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১০ জনের (৩৭.০৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ২ জনের (৭.৪০%) এসএসসি এবং ৪ জনের (১৪.৮১%) জনের এইচএসসি, ৮ জনের (২৯.৬২%) স্নাতক এবং ৩ জনের (১১.১১%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (৪৪.৪৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি'র নীচে, ১ জনের (১১.১১%) এইচএসসি, ৩ জনের (৩৩.৩৩%) স্নাতক এবং ১ জনের (১%) স্নাতকোত্তর।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৭ জনেরই (৪৫.৯৪%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি বা তাঁর নীচে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীর সংখ্যা ১৫ জন (৪০.৫৪%)। ৩৭ জন নবনির্বাচিত জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৫ জন (৪০.৫৪%) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি।
- নির্বাচনে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী ২১.৫৩% (১৯৫ জনের মধ্যে ৪২ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪০.৫৪% (৩৭ জনের মধ্যে ১৫ জন)। অপরদিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুনো ৫১.২৮% (১৯৫ জনের মধ্যে ১০১ জন) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪০.৫৪% (৩৭ জনের মধ্যে ১৫ জন)।
- বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় উচ্চ শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন কিছুটা বেশি, তেমনি স্বল্প শিক্ষিতদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অনেক কম। বিষয়টি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

২.১ রাজশাহী:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	**০** **০%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**১** **১০০%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**১** **১০০%**
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	৩ ৬০%	০ ০%	২ ৪০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**২** **৬.৬৬%**	**২১** **৭০%**	**২** **৬.৬৬%**	**১** **৩.৩৩%**	**০** **০%**	**২** **৬.৬৬%**	**২** **৬.৬৬%**	**৩০** **১০০%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	২১ ১৩.১২%	৯৩ ৫৮.১২%	১৯ ১১.৮৭%	১ ০.৬২%	১ ০.৬২%	১০ ৬.২৫%	১৫ ৯.৩৭%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**০** **০%**	**২** **২০%**	**০** **০%**	**০** **০%**	**৫** **৫০%**	**০** **০%**	**৩** **৩০%**	**১০** **১০০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	৯ ১৭.৩০%	২ ৩.৮৪%	০ ০%	৩২ ৬১.৫৩%	৩ ৫.৭৬%	৬ ১১.৫৩%	৫২ ১০০%
মোট বিজয়ী	**২** **৪.৮৭%**	**২৩** **৫৬.০৯%**	**২** **৪.৮৭%**	**২** **৪.৮৭%**	**৫** **১২.১৯%**	**২** **৪.৮৭%**	**৫** **১২.১৯%**	**৪১** **১০০%**
মোট প্রার্থী	২১ ৯.৬৭%	১০৫ ৪৮.৩৮%	২১ ৯.৬৭%	৩ ১.৩৮%	৩৩ ১৫.২০%	১৩ ৫.৯৯%	২১ ৯.৬৭%	২১৭ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন আইনজীবি।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২১ জনই (৭০%) ব্যবসায়ী।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জন (৫০%) গৃহিণী এবং ২ জন (২০%) ব্যবসায়ী। ৩ জন (৩০%) পেশার ঘর ফাকা রেখেছেন।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৩ জনই (৫৬.০৯%) ব্যবসায়ী।

- পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি। কেননা, ৩টি পদে ৪৮.৩৮% (২১৭ জনের মধ্যে ১০৫ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৬.০৯% (৪১ জনের মধ্যে ২৩ জন)।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

২.২ সিলেট:

পদ	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	৪ ৫৭.১৪%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**০ ০%**	**২০ ৭৪.০৭%**	**১ ৩.৭০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ৩.৭০%**	**৫ ১৮.৫১%**	**২৭ ১০০%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	**৪ ৩.১৪%**	**৯৪ ৭৪.০১%**	**৪ ৩.১৪%**	**৪ ৩.১৪%**	০ ০%	**১৪ ১১.০২%**	**৭ ৫.৫১%**	১২৭ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**০ ০%**	**১ ১১.১১%**	**০ ০%**	**৩ ৩৩.৩৩%**	**৪ ৪৪.৪৪%**	**০ ০%**	**১ ১১.১১%**	**৯ ১০০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	**৫ ৮.১৯%**	**৪ ৬.৫৫%**	**৫ ৮.১৯%**	**৩৬ ৫৯.০১%**	**১০ ১৬.৩৯%**	**১ ১.৬৩%**	৬১ ১০০%
মোট বিজয়ী	**০ ০%**	**২২ ৫৯.৪৫%**	**১ ২.৭০%**	**৩ ৮.১০%**	**৪ ১০.৮১%**	**১ ২.৭০%**	**৬ ১৬.২১%**	**৩৭ ১০০%**
মোট প্রার্থী	৪ ২.০৫%	১০৩ ৫২.৮২%	৯ ৪.৬১%	১০ ৫.১২%	৩৬ ১৮.৪৬%	২৪ ১২.৩০%	৯ ৪.৬১%	১৯৫ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর পেশা ব্যবসা।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২০ জনই (৭৪.০৭%) ব্যবসায়ী।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনই (৪৪.৮৮%) গৃহিণী। বাকী ৫ জনের মধ্যে ৩ জন (৩৩.৩৩%) আইনজীবি এবং ১ জন (১১.১১%) ব্যবসায়ী । ১ জন (১১.১১%) পেশার ঘর ফাকা রেখেছেন।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২২ জনই (৫৯.৪৫%) ব্যবসায়ী।
- পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি। কেননা, ৩টি পদে ৫২.৮২% (২১৭ জনের মধ্যে ১০৩ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৯.৪৫% (৩৭ জনের মধ্যে ২২ জন)।
- বিশ্লেষণে অন্যান্য নির্বাচনের মত সিলেটেও সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

৩.১ রাজশাহী:

পদ	বর্তমান	অতীত	বর্তমানে	অতীতে	উভয়	উভয় সময়েই	মোট বিজয়ী

	মামলা	মামলা	৩০২ ধারায় মামলা	৩০২ ধারায় মামলা	সময়েই মামলা	৩০২ ধারায় মামলা	
বিজয়ী মেয়র	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**
মেয়র প্রার্থী	২ ৪০%	৩ ৬০%	১ ২০%	০ ০%	২ ৪০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**১৪ ৪৬.৬৬%**	**১৫ ৫০%**	**৫ ১৬.৬৬%**	**৩ ১০%**	**৮ ২৬.৬৬%**	**০ ০%**	**৩০ ১০০%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	৬২ ৩৮.৭৫%	৪০ ২৫%	২৪ ১৫%	৮ ৫%	২০ ১২.৫%	৩ ১.৮৭%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**২ ২০%**	**১ ১০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০%**	**০ ০%**	**১০ ১০০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৪ ৭.৬৯%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	০ ০%	২ ৩.৮৪%	০ ০%	৫২ ১০০%
মোট বিজয়ী	**১৬ ৩৯.০২%**	**১৭ ৪১.৪৬%**	**৫ ১২.১৯%**	**৩ ৭.৩১%**	**৯ ২১.৯৫%**	**০ ০%**	**৪১ ১০০%**
মোট প্রার্থী	৬৮ ৩১.৩৩%	৪৬ ২১.১৯%	২৫ ১১.৫২%	৮ ৩.৬৮%	২৪ ১১.০৫%	৩ ১.৩৮%	২১৭ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই। অতীতে দুটি মামলা থাকলেও রাষ্ট্র কর্তৃক তা প্রত্যাহার করা হয়েছে।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জনের (৪৬.৬৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ১৫ জনের (৫০%) বিরুদ্ধে। ৮ জনের (২৬.৬৬%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ৫ জনের (১৬.৬৬%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৩ জনের (১০%)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (২০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল ১ জনের (১০%) বিরুদ্ধে। উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে ১ জনের (১০%) বিরুদ্ধে।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৬ জনের (৩৯.০২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৭ জনের (৪১.৪৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৯ জনের (২১.৯৫%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ৫ জনের (১২.১৯%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ৩ জনের (৭.৩১%)।
- প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ৩১.৩৩% (২১৭ জনের মধ্যে ৬৮জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩৯.০২% (৪১ জনের মধ্যে ১৬ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ২১.১৯% (২১৭ জনের মধ্যে ৪৬ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৪১.৪৬% (৪১ জনের মধ্যে ১৭ জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১১.০৫% (২১৭ জনের মধ্যে ২৪ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২১.৯৫% (৪১ জনের মধ্যে ৯ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ১১.৫২% (২১৭ জনের মধ্যে ২৫ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১২.১৯% (৪১ জনের মধ্যে ৫ জন) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৩.৬৮% (২১৭ জনের মধ্যে ৮ জন)-এর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৭.৩১% (৪১ জনের মধ্যে ৩ জন)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল এমন ১.৩৮% (২১৭ জনের মধ্যে ৩ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তবে তাদের কেউই নির্বাচিত হতে পারেন নি।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি।

৩.২ সিলেট:

পদ	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায়	অতীতে ৩০২ ধারায়	উভয় সময়েই	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায়	মোট বিজয়ী

			মামলা	মামলা	মামলা	মামলা	
বিজয়ী মেয়র	**১** **১০০%**	**১** **১০০%**	**১** **১০০%**	**০** **০%**	**১** **১০০%**	**০** **০%**	**১** **১০০%**
মেয়র প্রার্থী	৩ ৪২.৮৫%	৪ ৫৭.১৪%	২ ২৮.৫৭%	০ ০%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**৮** **২৯.৬২%**	**১০** **৩৭.০৩%**	**২** **৭.৪০%**	**২** **৭.৪০%**	**৫** **১৮.৫১%**	**১** **৩.৭০%**	**২৭** **১০০%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	**৪১** **৩২.২৮%**	**৩৫** **২৭.৫৫%**	**৭** **৫.৫১%**	**৩** **২.৩৬%**	**২২** **১৭.৩২%**	**১** **০.৭৮%**	১২৭ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**১** **১১.১১%**	**২** **২২.২২%**	**১** **১১.১১%**	**০** **০%**	**১** **১১.১১%**	**০** **০%**	**৯** **১০০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	**১** **১.৬৩%**	**৫** **৮.১৯%**	**১** **১.৬৩%**	০ ০%	**১** **১.৬৩%**	০ ০%	৬১ ১০০%
মোট বিজয়ী	**১০** **২৭.০২%**	**১৩** **৩৫.১৩%**	**৪** **১০.৮১%**	**২** **৫.৪০%**	**৭** **১৮.৯১%**	**১** **২.৭০%**	**৩৭** **১০০%**
মোট প্রার্থী	৪৫ ২৩.০৭%	৪৪ ২২.৫৬%	১০ ৫.১২%	৩ ১.৫৩%	২৬ ১৩.৩৩%	১ ০.৫১%	১৯৫ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর বিরুদ্ধে বর্তমানে ১২টি মামলা রয়েছে; যার মধ্যে ২টি ৩০২ ধারার মামলা। অতীতে তার বিরুদ্ধে ২টি মামলা ছিল; যার ১টি থেকে অব্যাহতি এবং আর ১টি থেকে খালাস পেয়েছেন।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনের (২৯.৬২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অতীতে ছিল ১০ জনের (৩৭.০৩%) বিরুদ্ধে। ৫ জনের (১৮.৫১%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ২ জনের (৭.৪০%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ২ জনের (৭.৪০%)। ৩০২ ধারায় অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে ১ জনের (৩.৭০%) বিরুদ্ধে। বর্তমান ও অতীতের ৩০২ ধারার মামলা সংশ্লিষ্ট কাউন্সিল হলেন ৪ নং ওয়ার্ডের রেজাউল হাসান লোদী (কয়েস লোদী)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (১১.১১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। ২ জনের (২২.২২%) বিরুদ্ধে অতীতে ফৌজদারি মামলা ছিল। ১ জনের (১১.১১%) অতীত ও বর্তমান উভয় সময়ে মামলা ছিল বা আছে। ৩০২ ধারায় বর্তমানে ফৌজদারি মামলা আছে ১ জনের (১১.১১%) বিরুদ্ধে; তিনি হলেন সংরক্ষিত ৫ নং ওয়ার্ডের প্রার্থী শাহানা বেগম শানু।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১০ জনের (২৭.০২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৩ জনের (৩৫.১৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৭ জনের (১৮.৯১%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় বর্তমানে মামলা রয়েছে ৪ জনের (১০.৮১%) বিরুদ্ধে এবং অতীতে ছিল ২ জনের (৫.৪০%)। ৩০২ ধারায় মামলা ছিল এবং বর্তমানেও আছে ১ জনের (২.৭০%) বিরুদ্ধে।
- প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ২৩.০৭% (১৯৫ জনের মধ্যে ৪৫ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ২৭.০২% (৩৭ জনের মধ্যে ১০ জন); প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে অতীতে ২২.৫৬% (১৯৫ জনের মধ্যে ৪৪ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৩৫.১৩% (৩৭ জনের মধ্যে ১৩ জন); উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১৩.৩৩% (২১৭ জনের মধ্যে ২৬ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১৮.৯১% (৩৭ জনের মধ্যে ৭ জন)। ৩০২ ধারায় মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে বর্তমানে ৫.১২% (১৯৫ জনের মধ্যে ১০ জন)-এর বিরুদ্ধে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ১০.৮১% (৩৭ জনের মধ্যে ৪ জন) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১.৫৩% (১৯৫ জনের মধ্যে ২৬ জন)-এর বিরুদ্ধে অতীতে মামলা থাকলেও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এই হার ৫.৪০% (৩৭ জনের মধ্যে ২ জন)। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ৩০২ ধারায় উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল এমন ০.৫১% (১৯৫ জনের মধ্যে ১ জন) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছে ২.৭০% (৩৭ জনের মধ্যে ১ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

৪.১ রাজশাহী:

পদ	২ লক্ষের	২ লক্ষ	৫ লক্ষ ১	২৫ লক্ষ ১	৫০ লক্ষ ১	১ কোটির	উল্লেখ	মোট বিজয়ী

	নীচে	টাকা থেকে ৫ লক্ষ	টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	টাকা থেকে ১ কোটি	উপরে	নাই	
বিজয়ী মেয়র	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	২ ৪০%	১ ২০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**৪ ১৩.৩৩%**	**১১ ৩৬.৬৬%**	**১১ ৩৬.৬৬%**	**৩ ১০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ৩.৩৩%**	**৩০ ১০০%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	৫২ ৩২.৫০%	৬৯ ৪৩.১২%	২৯ ১৮.১২%	৩ ১.৮৭%	১ ০.৬২%	০ ০%	৬ ৩.৭৫%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**৪ ৪০%**	**৪ ৪০%**	**১ ১০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০%**	**১০ ১০০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২১ ৪০.৩৮%	১৮ ৩৪.৬১%	৩ ৫.৭৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১০ ১৯.২৩%	৫২ ১০০%
মোট বিজয়ী	**৮ ১৯.৫১%**	**১৫ ৩৬.৫৮%**	**১২ ২৯.২৬%**	**৩ ৭.৩১%**	**১ ২.৪৩%**	**০ ০%**	**২ ৪.৮৭%**	**৪১ ১০০%**
মোট প্রার্থী	৭৩ ৩৩.৬৪%	৮৯ ৪১.০১%	৩৩ ১৫.২০%	৪ ১.৮৪%	২ ০.৯২%	০ ০%	১৬ ৭.৩৭%	২১৭ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বার্ষিক আয় ৭৮,৩২,২০৮.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৫ জন (৫০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ১ জনসহ এই হার দাড়ায় ৫৩.৩৩% (১৬ জন)। বছরে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ৩ জন (১০%)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জন (৮০%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ১ জনকে ধরলে এই হার দাড়ায় ৯০% জন (৯ জন)।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২৩ জনের (৫৬.০৯%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ২ জনসহ এই সংখ্যা দাড়ায় ২৫ জন (৬০.৯৭%)। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বছরে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (২.৪৩%)।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৭৪.৬৫% (২১৭ জনের মধ্যে ১৬১ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৬০.৯৭% (২৫ জন)। অপর দিকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ২ জন (০.৯২%) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১ জন (২.৪৩%)।
- বিশ্লেষণে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কিছুটা বেশি।

৪.২ সিলেটঃ

পদ	২ লক্ষের নীচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নাই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**
মেয়র প্রার্থী	১ ১৪.২৮%	২ ২৮.৫৭%	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**৫ ১৮.৫১%**	**৪ ১৪.৮১%**	**১৪ ৫১.৮৫%**	**১ ৩.৭০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৩ ১১.১১%**	**২৭ ১০০%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	২৮	৫২	২৮	২	০	০	**১৭**	১২৭

	২২.০৪%	৪০.৯৪%	২২.০৪%	১.৫৭%	০%	০%	**১৩.৩৮%**	১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**২ ২২.২২%**	**৩ ৩৩.৩৩%**	**১ ১১.১১%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৩ ৩৩.৩৩%**	**৯ ১০০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	১৮ ২৯.৫০%	১২ ১৯.৬৭%	৬ ৯.৮৩%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	**২৫ ৪০.৯৮%**	৬১ ১০০%
মোট বিজয়ী	**৭ ১৮.৯১%**	**৭ ১৮.৯১%**	**১৬ ৪৩.২৪%**	**১ ২.৭০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৬ ১৬.২১%**	**৩৭ ১০০%**
মোট প্রার্থী	৪৭ ২৪.১০%	৬৬ ৩৩.৮৪%	৩৭ ১৮.৯৭%	২ ১.০২%	০ ০%	০ ০%	৪৩ ২২.০৫%	১৯৫ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী বছরে ১৫,৬৪,৪২০.০০ টাকা আয় করেন।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৯ জন (৩৩.৩৩%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনসহ এই হার দাড়ায় ৪৪.৪৪% (১২ জন)। বছরে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক আয় করেন ১ জন (৩.৭০%)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জন (৫৫.৫৫%) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। আয় উল্লেখ না করা ৩ জনকে ধরলে এই হার দাড়ায় ৮৮.৮৮% (৮জন)।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৪ জনের (৩৭.৮৩%) বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। আয় উল্লেখ না করা ৬ জনসহ এই সংখ্যা দাড়ায় ২০ জন (৫৪.০৫%)। নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী রয়েছেন ১ জন (২.৭০%)।
- বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৮০% (১৯৫ জনের মধ্যে ১৫৬ জন) প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৪.০৫% (২০জন)। অপর দিকে ২৫ লক্ষ টাকার অধিক আয়কারী ২ জন (১.০২%) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১ জন (২.৭০%)।
- বিশ্লেষণে বলা যায় যে, স্বল্প আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অপেক্ষাকৃত অধিক আয়কারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্যঃ

৫.১ রাজশাহীঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**
মেয়র প্রার্থী	১ ২০%	২ ৪০%	০ ০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**১০ ৩৩.৩৩%**	**১৪ ৪৬.৬৬%**	**৫ ১৬.৬৬%**	**১ ৩.৩৩%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৩০ ১০০%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	৯৪ ৫৮.৭৫%	৪০ ২৫%	৯ ৫.৬২%	৪ ২.৫০%	৩ ১.৮৭%	০ ০%	১০ ৬.২৫%	১৬০ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**৮ ৮০%**	**২ ২০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১০ ১০০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৩৬ ৬৯.২৩%	১১ ২১.১৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ৯.৬১%	৫২ ১০০%
মোট বিজয়ী	**১৮ ৪৩.৯০%**	**১৬ ৩৯.০২%**	**৫ ১২.১৯%**	**১ ২.৪৩%**	**১ ২.৪৩%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৪১ ১০০%**
মোট প্রার্থী	১৩১ ৬০.৩৬%	৫৩ ২৪.৪২%	৯ ৪.১৪%	৫ ২.৩০%	৪ ১.৮৪%	০ ০%	১৫ ৬.৯১%	২১৭ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৫৪ হাজার ২৭০.০০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৩৩.৩৩% ভাগের (১০ জন) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের। ৫০ লক্ষ টাকার টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ১ জনের (৩.৩৩%)
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনের (৮০%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ২ জনের (২০%)
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৮ জনের (৪৩.৯০%) সম্পদের পরিমান ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ২ জনের (৪.৮৭%)
- ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৬০.৩৬% (২১৭ জনের মধ্যে ১৩১ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৪৩.৯০% (৪১ জনে মধ্যে ১৮ জন)। অপর দিকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৯ জন (৪.১৪%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২ জন (৪.৮৭%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কম সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম হলেও অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি সামান্য বেশি।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও বেশি। ছকটি পরিবর্তনের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অনেক আগেই প্রস্তাব দিয়েছি।

৫.২ সিলেটঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট বিজয়ী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	৪ ৫৭.১৪%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	১০ ৩৭.০৭%	৮ ২৯.৬২%	৮ ২৯.৬২%	১ ৩.৭০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২৭ ১০০%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৬৩ ৪৯.৬০%	৩৩ ২৫.৯৮%	১২ ৯.৪৪%	৫ ৩.৯৩%	৭ ৫.৫১%	১ ০.৭৮%	৬ ৪.৭২%	১২৭ ১০০%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	৩ ৩৩.৩৩%	৬ ৬৬.৬৬%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯ ১০০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৪২ ৬৮.৮৫%	১৩ ২১.৩১%	৩ ৪.৯১%%	২ ৩.২৭%	০ ০%	০ ০%	১ ১.৬৩%	৬১ ১০০%
মোট বিজয়ী	১৩ ৩৫.১৩%	১৪ ৩৭.৮৩%	৮ ২১.৬২%	১ ২.৭০%	১ ২.৭০%	০ ০%	০ ০%	৩৭ ১০০%
মোট প্রার্থী	১০৯ ৫৫.৮৯%	৪৭ ২৪.১০%	১৫ ৭.৬৯%	৭ ৩.৫৮%	৮ ৪.১০%	২ ১.০২%	৭ ৩.৫৮%	১৯৫ ১০০%

- নবনির্বাচিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরীর ২ কোটি ৪৭ লক্ষ ৯০ হাজার ৩৮৫.০০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে শতকরা ৩৭.০৭% ভাগের (১০ জন) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম মূল্যমানের। ৫০ লক্ষ টাকার অধিক সম্পদের মালিক রয়েছেন ১ জন (৩.৭০%) কাউন্সিলর।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জনের (৩৩.৩৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকার কম। ৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের সম্পদ রয়েছে ৬ জনের (৬৬.৬৬%)।

- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৩ জনের (৩৫.১৩%) সম্পদের পরিমান ৫ লক্ষ টাকার কম। কোটিপতি রয়েছেন মাত্র ১ জন (২.৭০%)।
- ৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক ৫৯.৪৮% (১৯৫ জনের মধ্যে ১১৬ জন) নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৫.১৩% (৩৭ জনে মধ্যে ১৩ জন)। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ১০ জন (৫.১২%) প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১ জন (২.৭০%)। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অপেক্ষাকৃত কম ও অধিক সম্পদের মালিকদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম।
- প্রার্থীদের সম্পদের হিসাবের যে চিত্র উঠে এসেছে, তাকে কোনোভাবেই সম্পদের প্রকৃত চিত্র বলা যায় না। কেননা, প্রার্থীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিটি সম্পদের মূল্য উল্লেখ করেন না, বিশেষ করে স্থাবর সম্পদের। আবার উল্লেখিত মূল্য বর্তমান বাজার মূল্য না; এটা অর্জনকালীন মূল্য। বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পরেও আমরা হলফনামার ভিত্তিতে শুধুমাত্র মূল্যমান উল্লেখ করা সম্পদের হিসাব অনুযায়ী তথ্য তুলে ধরলাম। অধিকাংশ প্রার্থীর সম্পদের পরিমাণ প্রকৃত পক্ষে আরও বেশি। ছকটি পরিবর্তনের জন্য আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে অনেক আগেই প্রস্তাব দিয়েছি।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

৬.১ রাজশাহীঃ

পদ	৫ লক্ষের নীচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট বিজয়ী	মোট ঋণ গ্রহীতা
বিজয়ী মেয়র	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**০ ০%**
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫ ১০০%	০ ০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ৩.৩৩%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৩০ ১০০%**	**১ ৩.৩৩%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	৪ ২.৫০%	৭ ৪.৩৭%	১ ০.৬২%	২ ১.২৫%	১ ০.৬২%	০ ০%	১৬০ ১০০%	১৫ ৯.৩৭%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১০ ১০০%**	**০ ০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	২ ৩.৮৪%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫২ ১০০%	২ ৩.৮৪%
মোট বিজয়ী	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ২.৪৩%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৪১ ১০০%**	**১ ২.৪৩%**
মোট প্রার্থী	৬ ২.৭৬%	৭ ৩.২২%	১ ০.৪৬%	২ ০.৯২%	১ ০.৪৬%	০ ০%	২১৭ ১০০%	১৭ ৭.৮৩%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের কোনো ঋণ নেই।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ১ জন (৩.৩৩%)।
- নবনির্বাচিত ১০ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কেউই ঋণ গ্রহীতা নন।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে মাত্র ১ জন (২.৪৩%) ঋণ গ্রহীতা।
- নির্বাচনে মোট ৭.৮৩% (১৯৫ জনের মধ্যে ১৭ জন) ঋণ গ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২.৪৩% (৪১ জনের মধ্যে ১ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কম।

৬.২ সিলেটঃ

পদ	৫ লক্ষের	৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১	৫০ লক্ষ ১	১ কোটি ১	৫ কোটির	মোট	মোট

	নীচে	থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	টাকা থেকে ১ কোটি	টাকা থেকে ৫ কোটি	উপরে	বিজয়ী	ঋণ গ্রহীতা
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	১ ১৪.২৮%
বিজয়ী কাউন্সিলর	০ ০%	১ ৩.৭০%	১ ৩.৭০%	১ ৩.৭০%	০ ০%	০ ০%	২৭ ১০০%	৩ ১১.১১%
কাউন্সিলর প্রার্থী	৪ ৩.১৪%	৩ ২.৩৬%	১ ০.৭৮%	১ ০.৭৮%	১ ০.৭৮%	০ ০%	১২৭ ১০০%	১০ ৭.৮৭%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৯ ১০০%	০ ০%
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	০ ০%	২ ৩.২৭%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬১ ১০০%	২ ৩.২৭%
মোট বিজয়ী	০ ০%	১ ২.৮৫%	১ ২.৮৫%	১ ২.৮৫%	২ ৫.৭১%	০ ০%	৩৭ ১০০%	৫ ১৩.৫১%
মোট প্রার্থী	৪ ২.০৫%	৫ ২.৫৬%	১ ০.৫১%	১ ০.৫১%	২ ১.০২%	০ ০%	১৯৫ ১০০%	১৩ ৬.৬৬%

- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী ঋণ গ্রহীতা। তিনি পূবালী ব্যাংক লিঃ, সিলেট শাখা থেকে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৩০৩.০০ টাকা ঋণ নিয়েছেন।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৩ জন (১১.১১%)। ঋণ গ্রহীতা এই ৩ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ রয়েছে মাত্র ১ জনের (৩৩.৩৩%)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কেউই ঋণ গ্রহীতা নন।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ৫ জন (১৩.৫১%)।
- নির্বাচনে মোট ৬.৬৬% (১৯৫ জনের মধ্যে ১৩ জন) ঋণ গ্রহীতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১৩.৫১% (৩৭ জনের মধ্যে ৫ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্যঃ

৭.১ রাজশাহীঃ

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট বিজয়ী	মোট কর প্রদানকারী
বিজয়ী মেয়র	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ১০০%	০ ০%	১ ১০০%	১ ১০০%
মেয়র প্রার্থী	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	১ ২০%	১ ২০%	০ ০%	৫ ১০০%	২ ৪০%
বিজয়ী কাউন্সিলর	৭ ২৩.৩৩%	২ ৬.৬৬%	৬ ২০%	৩ ১০%	০ ০%	১ ৩.৩৩%	১ ৩.৩৩%	৩০ ১০০%	২০ ৫৯.৬১%

কাউন্সিলর প্রার্থী	২৭ ১৬.৮৭%	৪ ২.৫০%	৯ ৫.৬২%	৬ ৩.৭৫%	৪ ২.৫০%	১ ০.৬২%	২ ১.২৫%	১৬০ ১০০%	৫৩ ৩৩.১২%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১০ ১০০%**	**০ ০%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	৩ ৫.৭৬%	১ ১.৯২%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৫২ ১০০%	৪ ৭.৬৯%
মোট বিজয়ী	**৭ ১৭.০৭%**	**২ ৪.৮৭%**	**৬ ১৪.৬৩%**	**৩ ৭.৩১%**	**০ ০%**	**২ ৪.৮৭%**	**১ ২.৪৩%**	**৪১ ১০০%**	**২১ ৫১.২১%**
মোট প্রার্থী	৩০ ১৩.৮২%	৫ ২.৩০%	৯ ৪.১৪%	৬ ২.৭৬%	৫ ২.৩০%	২ ০.৯২%	২ ০.৯২%	২১৭ ১০০%	৫৯ ২৭.১৮%

- নবনির্বাচিত মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সর্বশেষ অর্থবছরে কর প্রদান করেছেন ৮,৫৮,৪৬২.০০ টাকা।
- নবনির্বাচিত ৩০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২০ জন (৫৯.৬১%) করদাতা। করদাতা ২০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন (১০%) সর্বশেষ অর্থবছরে ৫ লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন। ৫ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী কাউন্সিলর প্রার্থীরা হচ্ছেন ১০ নং ওয়ার্ডের মোঃ আব্বাস আলী সরদার (প্রদত্ত করঃ ৫,৮৪,৯৭৯ টাকা) এবং ১৯ নং ওয়ার্ডের মোঃ তৌহিদুল হক (প্রদত্ত করঃ ১১,২১,৮৮৬ টাকা)।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরের মধ্যে কেউই করদাতা নন।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৪১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২১ জন (৫১.২১%) করদাতা। এই ২১ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ৭ জন (৩৩.৩৩%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৩ জন (১৪.২৮%)।
- নির্বাচনে ২৭.১৮% (২১৭ জনের মধ্যে ৫৯ জন) কর প্রদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫১.২১% (৪১ জনের মধ্যে ২১ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

৭.২ সিলেটঃ

পদ	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট বিজয়ী	মোট কর প্রদানকারী
বিজয়ী মেয়র	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**০ ০%**	**১ ১০০%**	**১ ১০০%**
মেয়র প্রার্থী	৩ ৪২.৮৫%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	২ ২৮.৫৭%	১ ১৪.২৮%	০ ০%	৭ ১০০%	৬ ৮৫.৭১%
বিজয়ী কাউন্সিলর	**২ ৭.৪০%**	**১ ৩.৭০%**	**৯ ৩৩.৩৩%**	**২ ৭.৪০%**	**৩ ১১.১১%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**২৭ ১০০%**	**১৭ ৬২.৯৬%**
কাউন্সিলর প্রার্থী	৩০ ২৩.৬২%	৫ ৩.৯৩%	২১ ১৬.৫৩%	৪ ৩.১৪%	৫ ৩.৯৩%	১ ০.৭৮%	০ ০%	১২৭ ১০০%	৬৬ ৫১.৯৬%
বিজয়ী নারী কাউন্সিলর	**৩ ৩.৩৩%**	**০ ০%**	**১ ১.১১%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**০ ০%**	**৯ ১০০%**	**৪ ৪৪.৪৪%**
নারী কাউন্সিলর প্রার্থী	**১১ ১৮.০৩%**	**২ ৩.২৭%**	**৪ ৬.৫৫%**	০ ০%	০ ০%	০ ০%	০ ০%	৬১ ১০০%	**১৭ ২৭.৮৬%**
মোট বিজয়ী	**৫ ১৩.৫১%**	**১ ২.৭০%**	**১০ ২৭.০২%**	**২ ৫.৪০%**	**৩ ৮.১০%**	**১ ২.৭০%**	**০ ০%**	**৩৭ ১০০%**	**২২ ৫৯.৪৫%**

মোট প্রার্থী	৪৪ ২২.৫৬%	৭ ৩.৫৮%	২৫ ১২.৮২%	৪ ২.০৫%	৭ ৩.৫৮%	২ ১.০২%	০ ০%	১৯৫ ১০০%	৮৯ ৪৫.৬৪%

- নবনির্বাচিত মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী সর্বশেষ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৬,৬২,৭৩২.০০ টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নবনির্বাচিত ২৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৭ জন (৬২.৯৬%) করদাতা। করদাতা ১৭ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩ জন (১৭.৬৪%) সর্বশেষ অর্থবছরে লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেছেন।
- নবনির্বাচিত ৯ জন সংরক্ষিত (নারী) আসনের কাউন্সিলরদের মধ্যে ৪ জন (৪৪.৪৪%) করদাতা।
- নবনির্বাচিত সর্বমোট ৩৭ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ২২ জন (৫৯.৪৫%) করদাতা। এই ২২ জনের মধ্যে ৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম কর প্রদান করেন ৫ জন (২২.৭২%) এবং লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৪ জন (১৮.১৮%)।
- নির্বাচনে ৪৫.৬৪% (১৯৫ জনের মধ্যে ৮৯ জন) কর প্রদানকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৯.৪৫% (৩৭ জনের মধ্যে ২২ জন)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কর প্রদানকারীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি।

একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো কোনো প্রার্থী শুধুমাত্র কর সনদপত্র জমা দিয়েছেন। কত টাকা কর প্রদান করেছেন এ ধরনের কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। ফলে বিশ্লেষণে উল্লেখিত কর প্রদানকারীর সংখ্যা, প্রকৃত কর প্রদানকারীর সংখ্যার চেয়ে কম বলে আমরা মনে করি।

শুধুমাত্র নির্বাচন পরবর্তীকালে বিজয়ীদের তথ্য উপস্থাপনই নয়, নির্বাচনের পূর্বেও সুজন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছিল। কর্মসূচিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অপর পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হলো।

- **জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান:** আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে গত ১১ জুলাই ২০১৮ সিলেটে এবং ১৪ জুলাই ২০১৮ রাজশাহীতে সিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের এক মঞ্চে এনে 'জনগণের মুখোমুখি' করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। সিলেটে ৭ মেয়র প্রার্থীর সকলেই এবং রাজশাহীতে ৫ মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৪ জন উপস্থিত ছিলেন। শুধুমাত্র মেয়র প্রার্থীদের নিয়েই নয়, রাজশাহীতে ১৫টি ওয়ার্ডে (১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৮ ও ২৩) এবং সিলেটে ১০টি ওয়ার্ডে (১, ২, ৭, ৯, ১৬, ২২, ২৩, ২৪, ২৬ ও ২৭) সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়েও জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে স্থানীয় সুজন। অনুষ্ঠানসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ যেমন তাঁদের ভবিষৎ কর্মসূচি ভোটারদের সামনে তুলে ধরছেন; তেমনি ভোটারাও তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরাসহ প্রার্থীদের প্রশ্ন করেছেন। পাশাপাশি অনুষ্ঠানসমূহে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা এবং নির্বাচিত হলে জনকল্যাণে ভূমিকা রাখার ব্যাপারে প্রার্থীরা যেমন লিখিত অঙ্গীকার করেছেন, ভোটারাও তেমনি প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে অসৎ ও অযোগ্যদের বর্জন করে, সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার ব্যাপারে শপথ করেছেন।
- **ভোটারদের মধ্যে তথ্যচিত্র বিতরণ:** সকল মেয়র প্রার্থী কর্তৃক হলফনামায় প্রদত্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে তথ্যচিত্র তৈরি করে প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বানসহ প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভোটারদের মধ্যে তা বিতরণ করা হচ্ছে। একইভাবে যে সকল ওয়ার্ডে 'জনগনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান'-এর আয়োজন করা হয়েছে, সে সকল ওয়ার্ডেও তথ্যচিত্র বিতরণ করা হয়েছে।
- **ওয়েবসাইটে তথ্যচিত্র সন্নিবেশন:** প্রার্থীদের তথ্যসমূহের ভিত্তিতে প্রণীত তথ্যচিত্র আমরা অতীতের মত আমাদের ওয়েবসাইটে (www.shujan.org) সন্নিবেশিত করেছি।
- **সংবাদ সম্মেলন ও গোলটেবিল বৈঠক:** আজকের এই সংবাদ সম্মেলন ছাড়াও অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ২৩ জুন ২০১৮ তারিখে রাজশাহীতে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। গত ২৯ জুন ২০১৮ তারিখে সিলেটে আয়োজন করা হয় গোলটেবিল বৈঠকের। উক্ত সংবাদ সম্মেলন ও গোলটেবিল বৈঠক থেকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনসহ নির্বাচনসংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান, সচেতন নাগরিকদের ভূমিকা সম্পর্কিত আহ্বান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচিত করার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। ২৫ জুলাই আর একটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করে তিনটি সিটি কর্পোরেশনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়।
- **মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা:** অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে গত ২৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে, নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে একযোগে দুই সিটিতেই মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। মানববন্ধন থেকে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে তাদের দায়-দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়।

- **সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে প্রচারণা:** অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও অর্থবহ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে বিভিন্ন আঙ্গিকে ২টি সিটিতেই প্রচারণা চালানো হয়।

- **সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড:** সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মাধ্যমে তিনটি সিটি কর্পোরেশনেই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রচারণা চালানো হয়। প্রতিটি সিটিতেই সাংস্কৃতিক দল পিক-আপে করে সমগ্র সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ঘুরে ঘুরে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থীদের সপক্ষে আওয়াজ তোলার কাজটি করে। উল্লেখ্য সিলেটে ৭ দিন সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এবং রাজশাহীতে ১০ দিন গম্ভীরা পরিবেশনের মধ্য দিয়ে এই কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।

- **প্রচারণায় সোশাল মিডিয়া ব্যবহার:** তফসিল ঘোষণার পর থেকে সুজন-এর ফেসবুক পেইজেও (facebook.com/shujan.bd) প্রার্থীদের সম্পর্কে জেনে-শুনে-বুঝে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে বিভিন্নমূখী প্রচারণা চালানো হচ্ছে। পেইজটিতে তিন সিটির মেয়র প্রার্থীদের সাক্ষাতকারও আপলোড করা হয়েছে। এছাড়াও তিনটি মহানগরের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মেয়র প্রার্থীদের তথ্যাদি, কী ধরনের প্রার্থীকে জনগণ ভোট দেবেন ইত্যাদি আপলোড করা হয়েছে। এই ক্যাম্পেইনে সর্বমোট ৫,০৫,৬০৭ জন ভিউয়ার্স সম্পৃক্ত হয়েছে।

নির্বাচন সম্পর্কে সুজন-এর পর্যবেক্ষণ

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই সুজন নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০০৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন থেকেই এই কার্যক্রম শুরু হয়। পাশাপাশি পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াই পর্যবেক্ষণ করে থাকে সুজন। তবে, নির্বাচনের দিনে ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ সুজন-এর কাজের আওতায় না থাকায় নির্বাচনের দিনের খবরাখবরের জন্য নিজস্ব সাংগঠনিক উৎসের পাশাপাশি গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্যের ওপর নির্ভর করতে হয় সুজনকে। এছাড়াও আমরা কেন্দ্রভিত্তিক নির্বাচনী ফলাফল আধুনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি, যা নির্বাচনে কারচূপি নিরূপণে এবং নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণে সহায়তা করে।

রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছিল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ নির্বাচন। সঙ্গত কারণেই সারাদেশের সচেতন মানুষদের দৃষ্টি ছিল এই নির্বাচনের দিকে। নিম্নে গণমাধ্যমে প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদনের, বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য এবং সুজন-এর পর্যবেক্ষণ তুলে ধরা হলো। একইসঙ্গে তুলে ধরা হলো আমাদের কিছু বিশ্লেষণ।

গণমাধ্যমের দৃষ্টিতে তিন সিটি নির্বাচন

বিভিন্ন গণমাধ্যমে তিন সিটির নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের অংশবিশেষ এবং নিবন্ধের কিছু বক্তব্য নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

বিবিসি বাংলা: 'যেভাবে হলো বরিশাল, রাজশাহী আর সিলেটের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন' শিরোনামের একটি প্রতিবেদনে (৩০ জুলাই ২০১৮) বরিশাল, রাজশাহী এবং সিলেট সিটি নির্বাচনকে মূল্যায়ন করে 'বিবিসি বাংলা'। প্রতিবেদনে অনিয়মের নানা অভিযোগ, ভোট বর্জন এবং বিক্ষিপ্ত গোলযোগের মধ্য দিয়ে তিন সিটিতে ভোট হয় বলে উল্লেখ করা হয়।

'রাজশাহীতে অনিয়মের অভিযোগ' সাব-শিরোনামে বিবিসি জানায়, 'রাজশাহীতে ভোট দিতে না পেরে একটি কেন্দ্রের সামনে অনেক ভোটার বিক্ষোভ করেছেন। আরেকটি কেন্দ্রে দুপুরেই মেয়র পদের ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বিএনপির মেয়র প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ঐ কেন্দ্রের সামনে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। ভোট কেন্দ্রে বিএনপির মেয়র প্রার্থীর এজেন্টকে থাকতে না দেয়া এবং জোর করে ব্যালট নিয়ে সিল মারাসহ নানান অনিয়মের অভিযোগ এসেছে।' স্থানীয় এক সাংবাদিকের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায়, 'সকাল থেকেই নারী এবং পুরুষ ভোটারদের ভিড় তিনি দেখেছেন। কিন্তু কেন্দ্রের ভেতরে ও বাইরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীর সমর্থকদেরই নিয়ন্ত্রণ তার চোখে পড়েছে।'

সিলেট নির্বাচন সম্পর্কে বিবিসি জানায়, 'সিলেটেও একতরফা সিল মারা হয়েছে। স্থানীয় এক সাংবাদিকের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, 'একটি কেন্দ্রের ভিতরে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থনে ব্যালট পেপারে একতরফা সিল মারার ঘটনার সময় পুলিশ সেখানে ফাঁকা গুলি ছুঁড়েছে।' ঐ সাংবাদিক বিভিন্ন কেন্দ্রে বিএনপির মেয়র প্রার্থীর এজেন্টদের দেখতে পাননি বলে জানিয়েছেন।

প্রথম আলো: জনাব সোহরাব হাসান-এর কথা 'ব্যর্থতার বৃত্তেই নির্বাচন কমিশন' শীর্ষক প্রতিবেদনে 'প্রথম আলো'র (৩১ জুলাই ২০১৮) জানায়, '...রাজশাহীতে বিএনপির প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ব্যাপক ভোট কারচুপি, জবরদস্তি ও নির্বাচনী এজেন্টদের বের করে দেওয়ার প্রতিবাদে নিজে ভোট দেওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং একটি কেন্দ্রের মাঠে সাড়ে চার ঘণ্টা অবস্থান নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। ...সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনের ফলাফল। সেখানে প্রায় সব কেন্দ্রে ভোর

থেকেই আওয়ামী লীগের প্রার্থীর পক্ষে দখলদারি শুরু হয়। পরিস্থিতি নাজুক দেখে বিএনপির প্রার্থী মজিবর রহমান সরোয়ারের সঙ্গে বাসদ, ইসলামী আন্দোলন, সিপিবির প্রার্থীও ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন।'

প্রতিবেদনের শেষভাগে জনাব সোহরাব হাসান লিখেন, 'নির্বাচন কমিশন দাবি করেছিল, তিন সিটির নির্বাচন খুলনা ও গাজীপুরের মতো হবে না। সত্যিই তা হয়নি। হয়েছে তার চেয়েও খারাপ, বিশেষত বরিশাল ও রাজশাহীতে। বহু কেন্দ্রে ভোটাররা গিয়ে দেখেছেন তাঁদের ভোটটি দেওয়া সারা। কোথাও ভোটাররা লাইনে থাকা অবস্থাতেই ব্যালট পেপার শেষ। সেই শুভংকরের অঙ্কেই প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে আট গুণ বেশি ভোট। অভূতপূর্ব এই নির্বাচনী কৃতিত্বের জন্য নির্বাচন কমিশনকে 'ধন্যবাদ' না জানিয়ে উপায় কী!'

একইদিন 'প্রথম আলো'র আরও তিনটি শিরোনাম ছিল: ১. আ.লীগের রাজত্ব ছিল সব কেন্দ্রেই; ২. বরিশালে দুপুরেই ভোট শেষ; ৩. দিন শেষে আরিফুলই জয়ের পথে।

যুগান্তর: ৩১ জুলাই ২০১৮, 'সিলেটে ধানের শীষ এগিয়ে, রাজশাহী বরিশালে নৌকা' শিরোনামে 'যুগান্তর' তিনি সিটিতে জাল ভোট, দখল, সহিংসতা, ধানের শীষের এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ নানা অনিয়মের অভিযোগ তুলে ধরে এবং পত্রিকাটি বরিশাল সিটির ১টি কেন্দ্র বন্ধ ও ১৫টির ফল স্থগিত, সিলেটের দুটি কেন্দ্র বন্ধের তথ্য তুলে ধরে।

পরদিন (০১ আগস্ট ২০১৮) 'রাজশাহী ও সিলেটে 'অস্বাভাবিক ভোট' শিরোনামে 'যুগান্তর' জানায়, 'রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে অনিয়ম, কেন্দ্র দখল ও কারচুপির অভিযোগের মধ্যে বেরিয়ে এসেছে অস্বাভাবিক ভোট পড়ার হারও। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ১৩৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ১২টিতে ৯০ শতাংশ বা এর বেশি এবং ৫৮টিতে ৮০ শতাংশ বা এর বেশি ভোট পড়েছে। এছাড়া সিলেট সিটির কোথাও ১৯ শতাংশ আবার কোথাও ৯১ দশমিক ৭১ শতাংশ ভোট পড়েছে। এ ভোট পড়ার হারকে অস্বাভাবিক মন্তব্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। শুধু তাই নয়, রাজশাহীতে একই ভোট কেন্দ্রে মেয়র, সাধারণ কাউন্সিলর ও নারী কাউন্সিলর পদেও ভোট পড়ার ক্ষেত্রে ভিন্নতা পাওয়া গেছে।'

নির্বাচন কমিশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের বক্তব্য

নির্বাচন সম্পর্কে এক প্রতিক্রিয়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা বলেন, "সব মিলিয়ে নির্বাচন ভালো হয়েছে। আমরা সন্তুষ্ট। কিছু অনিয়ম ছাড়া বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হয়েছে। যেখানে সমস্যা হয়েছে, সেখানে তো আমরা ব্যবস্থা নিয়েছি। এ ছাড়া যে সব কেন্দ্রের বিষয়ে অভিযোগ এসেছে, তা তদন্ত হবে।"

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, "প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে একটিও ক্যাজুয়ালটি নেই। কোথাও কোনো এজেন্টকে বের করে দেওয়ার খবর আমাদের চোখে পড়েনি। সব কেন্দ্রে গণমাধ্যম ছিল, তারা সবকিছু দেখেছে। খুলনা ও গাজীপুরের মত তিন সিটিতে মানুষের ভোটদানের ইতিবাচক প্রবনতা ছিল "

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যুগ্মমহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "গাজীপুর ও খুলনার নির্বাচনে অল্প কিছু লোক ভোট দিতে পারলেও গতকাল সোমবার অনুষ্ঠিত হওয়া তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সেটিও সম্ভব হয়নি। বরিশাল, সিলেট ও রাজশাহীতে সহিংস প্রহসনের নির্বাচন হয়েছে। সরকার প্রচন্ডভাবে মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করেছে। অন্যান্য সময় পুলিশের ছত্রছায়ায় সরকারি দলের ক্যাডাররা তাণ্ডব চালালেও এবার পুলিশ নিজেই দায়িত্ব নিয়েছে। হামলা, গ্রেপ্তার ও বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিএনপির এজেন্টদের বের করে দেওয়া হয়েছে।"

সুজন-এর দৃষ্টিতে নির্বাচন

রাজশাহী: নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম দিন থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত মাঠ ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের নিয়ন্ত্রণে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল আওয়ামী লীগের দাপুটে প্রচারণার কাছে কখনই রাজশাহীতে মাথা তুলে দাড়াতে পারেননি। নিবাচনী তফসিল ঘোষণার আগে এবং পরে যেকোনো আগন্তুকে কাছে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না রাজশাহী মহানগরের নির্বাচনে একজনই প্রার্থী এবং তাঁর প্রতীক নৌকা। এ নির্বাচনের আরও অনাকাঙ্খিত দিকটি ছিল শুরু থেকেই বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের। নির্বাচন পর্যন্ত অন্তত ৫টি মামলা হয়েছিল বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার হয়েছিল দেড় শতাধিক। রাজশাহীতে গ্রেপ্তার হলেও অনেককে রাজশাহী জেলার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। গ্রেপ্তার আতঙ্কে অনেক নেতা-কর্মী এলাকাছাড়া হয়ে গিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ হয়েছে বিস্তর। অভিযোগ দায়েরের ক্ষেত্রে বিএনপি প্রার্থীর চেয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থীই ছিলেন এগিয়ে। খুলনার নবনির্বাচিত মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেকসহ তিনজন সংসদ সদস্য আচরণবিধি ভঙ্গ করে এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের পক্ষে প্রচারণায় নামার অভিযোগ উঠেছিল। বিএনপির একটি পথসভায় ককটেল হামলার ঘটনা ঘটেছে। এই ককটেল হামলা বিএনপি নিজেরা করেছিল বলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

নির্বাচনের দিনে দৃশ্যমান কোনো অঘটন না ঘটলেও বিএনপির পোলিং এজেন্ট বের করে দেয়া, দুপুরের মধ্যেই কোনো কোনো কেন্দ্রের মেয়র পদের ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া, ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে সিল দেয়া, পূর্বেই ব্যালট পেপারে সিল দিয়ে বাক্সে ভরিয়ে রাখা ইত্যাদি অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য একটি কেন্দ্রে মেয়র পদের ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়ার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই কেন্দ্রের সামনে অবস্থান নেন। রাজশাহীতে ভোট পড়েছে ৭৮.৮৬%; যা সাম্প্রতিককালে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলোর মধ্যে সর্বোচচ। উল্লেখ্য, ১২টি কেন্দ্রে ৯০% শতাংশের এবং ৫৮টি কেন্দ্রে ৮০% শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে। ভোট পড়ার এই হারকে অস্বাভাবিক বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজশাহীর নির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থীর প্রাধান্য ছিল সব কেন্দ্রেই। এই প্রধান্য বহুলাংশে সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রিত নির্বাচনেরই প্রতিফলন। তবে অনেক পর্যবেক্ষকের ধারণা যে, প্রার্থীর গুনগত বৈশিষ্টের কারণে জনাব এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এমনিতেই সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমেই জিতে আসতেন। তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, ব্যক্তিগত সুনাম এবং আগের টার্মে উন্নয়নের রেকর্ড তাঁর বিজয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। তাই ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে বাড়াবড়ি অহেতুকভাবে তাঁর বিজয়কেই বিতর্কিত করেছে।

সিলেট: সিলেটে প্রচারণা শুরু হওয়ার প্রথম দিক থেকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী বদর উদ্দিন আহম্মদ কামরান ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী জনাব আরিফুল হক চৌধুরীর প্রচারণা দৃশ্যমান ছিল। আরিফুল হক চৌধুরীকে প্রথম থেকেই প্রতিবাদে সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে। প্রচারণা শুরুর প্রথম দিকেই থানার সামনে অবস্থান নিয়ে আটককৃত দুই কর্মীকে ছাড়িয়ে আনতে দেখা যায় আরিফুল চৌধুরীকে। যেদিন স্বতন্ত্র প্রার্থী (বিএনপি'র বিদ্রোহী) সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরীকে সমর্থন জানান, সেদিন সংবাদ সম্মেলনের পর পরই আরিফুল হক চৌধুরীর বাসা সংলগ্ন রাস্তায় পুলিশ কর্তৃক বিএনপি নেতা-কর্মীদের গাড়ী তল্লাসী শুরু করা হলে প্রতিবাদ করে তল্লাসী আটকে দেন তিনি। তফসিল ঘোষণার পর বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৪টি মামলা করা হয়েছিল। মোট আসামী ছিল ৩২১ জন। মামলাগুলোর মধ্যে ছিল একটি ছিল বদর উদ্দিন আহম্মদ কামরানের নির্বাচনী ক্যাম্পে আগুন দেয়া। আরিফুল হক চৌধুরীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিবসহ ১১/১২ জনকে গ্রেফতারও করা হয় বলে জানা যায়। কেউ কেউ গ্রেপ্তারের ভয়ে এলাকা ছেড়ে গিয়েছিলেন।

সিলেটে ওসমানী মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ও সিভিল সার্জনসহ বেশকিছু সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণবিধি ও চাকুরীবিধি ভঙ্গ করে নৌকার পক্ষে প্রচারণা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের বিরুদ্ধেও। হযরত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও রেজিষ্টারও নেমেছিলেন বদর উদ্দিন আহম্মদ কামরানের পক্ষে।

নির্বাচনের দিনে সিলেটেও বেশকিছু অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগগুলোর মধ্যে ভোটকেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থীর এজেন্ট না থাকা, জবরদস্তিমূলকভাবে জাল ভোট দেওয়া, আগে থেকেই ব্যালটে সিল দিয়ে বাক্সে ভরানো ইত্যাদি অন্যতম। তবে সিলেটে কিছু কেন্দ্রে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা, সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, পুলিশের গুলি ইত্যাদি ঘটনা ঘটেছে। সিলেটে ভোট পড়েছে ৬১.৭৪%।

জবরদস্তি করে সিলমারার কারচূপির নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো যে দলের কর্তৃত্বে জাল ভোট দেওয়া হয়, ভোট পড়ার হার (টার্নআউট রেট) বৃদ্ধির সাথে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর তূলনায় সেদলের প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান বৃদ্ধি হতে থাকে। সিলেটের নির্বাচনে সে চিত্রই প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। ১৩৪টি ভোটকেন্দ্রের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে বিজয়ী মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বদর উদ্দিন আহম্মদ কামরানের প্রাপ্ত ভোটের তুলনা করলে দেখা যায় শতকরা ১০%-২০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে (১টি) বিজয়ী মেয়র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মেয়র প্রার্থীর চেয়ে -১৫.৫৭% ভোট কম পেয়েছেন। প্রসঙ্গত, সবচেয়ে এবং অস্বাভাবিক হারে কম ভোট পড়া কেন্দ্রটি পুলিশ লাইন এলাকায় অবস্থিত এবং এর ভোটের ফলাফলও হলো অস্বাভাবিক। তবে শতকরা ৩০%-৪০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে (২টি) ১৬৯.৭০%; শতকরা ৪০%-৫০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে (১১টি) ৯০.৩৯%; শতকরা ৫০%-৬০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে (৪৯টি) ৫৯.৮৬% এবং শতকরা ৬০%-৬০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে (৩৪টি) ০.৮৭% ভোট বেশি পেয়েছেন। শতকরা ৭০%-৮০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে (২৭টি) -২৩.৬১%, শতকরা ৮০%-৯০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে (৯টি) -৪১.২৭% এবং শতকরা ৯০%-১০০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে (১টি) -৪৪.৬৪% ভোট প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে কম পেয়েছেন। বিশ্লেষণটি সংযুক্ত করা হলো।

অন্যভাবে বলতে গেলে, ৩০%-৪০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে বদর উদ্দিন আহম্মদ কামরানের প্রাপ্ত ১০০ ভোটের বিপরীতে জনাব আরিফুল হক চৌধুরী পেয়েছেন ২৭০ ভোট, ৪০%-৫০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে ১৯০ ভোট, ৫০%-৬০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে ১৬০ ভোট এবং ৬০%-৭০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে ১০১ ভোট। পক্ষান্তরে ৭০%-৮০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে কামরানের ১০০ ভোটের বিপরীতে আরিফুল হকে পেয়েছেন ৭৬ ভোট, ৮০%-৯০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহে ৫৯ ভোট এবং ৯০%-এর ওপরে পড়া একটি কেন্দ্রে ৫৫ ভোট। এটি সুস্পষ্ট যে, টার্নআউট রেট বাড়ার সাথে ক্ষমতাসীন দল মনোনীত প্রার্থীর ভোটের আরও বেশি হারে বেড়েছে এবং বিরোধী দলের মনোনীত প্রার্থী এবং তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর আরও বেশি হারে কমেছে। অর্থাৎ জোর করে সিল মেরেও সিলেটে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে জেতানো সম্ভব হয়নি। তবে সিলেট সিটি নির্বাচনে আরও কিছু বিষয় প্রভাব ফেলেছিল। যেমন, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে বিভক্তি, জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক প্রার্থী দেওয়া ইত্যাদি।

সার্বিক বিবেচনায় রাজশাহী ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে 'খুলনা মডেল'-এরই পুনরাবৃত্তি বহুলাংশে ঘটেছে। খুলনা মডেলের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো: **আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতাসীনদের প্রধান প্রতিপক্ষকে মাঠছাড়া করা; বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা; নির্বাচনের দিনে জোর-জবরদস্তি করা ও নির্বাচন কমিশনের নির্বিকার থাকা। একইসাথে উন্নয়নের নামে ভোটারদের 'জিম্মি' করাও ছিল একটি নির্বাচন কৌশল।**

তবে, পুলিশকে ব্যবহার করে বিএনপি নেতা-কর্মীদের মাঠছাড়া করার বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে সমালোচনার মুখে পড়ে নির্বাচন কমিশন। ফলে তফসিল ঘোষণার পর পরই আদালতের রায়ের সূত্র ধরে নির্বাচন কমিশন তিনটি সিটিতেই নির্বাচনের পূর্বে মামলা বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার না করার না করার নির্দেশনা দেয়া হয় - যা কাজ করেনি। কেননা, নির্দেশনা প্রদানের পর বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন মামলা হতে দেখা যায় সিটিগুলোতে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরাতন মামলার অজ্ঞাতনামা আসামীর দেখিয়ে বিএনপি নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে দেখা গিয়েছে।

তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কেমন হলো, সে সম্পর্কে মতামত জানার জন্য নির্বাচনের দিন দুপুরের পর (৩০ জুলাই ২০১৮) সুজন-এর পক্ষ থেকে সুজন-এর ফেইসবুক পেইজে প্রশ্ন করা হয় যে- রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন কি? ১,১০৩ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৯.৫২% (১০৫ জন) বলেছেন হ্যাঁ এবং ৯০.৪৮% (৯৯৮ জন) বলেছেন না। যদিও এটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরিচালিত জরিপ ছিল না; তবুও এসব নির্বাচন যে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যে ছিল না, তার দৃষ্টান্ত এ থেকে পাওয়া যায়।

দলভিত্তিক ফলাফল

রাজশাহী: সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদের নির্বাচন হয় রাজনৈতিক দলভিত্তিকভাবে এবং দলীয় প্রতীকে। কাউন্সিলর পদের নির্বাচন নির্দলীয়ভাবে হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক দল থেকে রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রার্থীর নাম ঘোষণা অথবা সমর্থন করা হয়। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, মেয়র পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন বিজয়ী হয়েছেন। ৩০টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে ২১ টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৮টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১টিতে বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টি সমর্থিত প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। সংরক্ষিত নারী আসনে ১০ জন বিজয়ী কাউন্সিল পদের মধ্যে ৩টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৩টিতে বাংলাশে জাতীয়তাবাদী দল, ১টিতে বাংলাদেশের ওয়াকার্স পার্টি, ১টিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং ২টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সিলেট: সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, মেয়র পদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মনোনীত প্রার্থী আরিফুল হক চৌধুরী বিজয়ী হয়েছেন। ২৭টি ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে ১৪ টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৭টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ৬টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে। সংরক্ষিত নারী আসনে ৯ জন বিজয়ী কাউন্সিল পদের মধ্যে ২টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৩টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ৪টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পরিশেষে আমরা সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই, নির্বাচনের পূর্বে একটি সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনকে উদ্দেশ্য করে আমরা বলেছিলাম, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে এই তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনই সম্ভবত সর্বশেষ বড় নির্বাচন। তাই, এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা যাবে; আর এই নির্বাচন যদি সুষ্ঠু না হয় তবে নেতিবাচক বার্তা যাবে। জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ ও সংশয় দেখা দেবে। ৩০ জুলাই যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, তাতে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। প্রত্যাশা পূরণ হয়নি সচেতন নাগরিকদের। ফলে আস্থাহীনতা বেড়েছে নির্বাচন কমিশনের প্রতি।

আমরা মনে করি এখন সারাদেশের মানুষের দৃষ্টি জাতীয় নির্বাচনের দিকে। জাতীয় নির্বাচন যাতে অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ তথা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য নির্বাচন কমিশনকে নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে (সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি) নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সরকারকে সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য করণীয়সমূহ সম্পাদনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরকারকে পরামর্শ দিতে হবে; যাতে সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থিত্ব স্বীকারকারী সকল রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনাক্রমে সকলে একটি জাতীয় সনদ বা সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে। উক্ত জাতীয় সনদে নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনকালে এবং নির্বাচনের পর কখন কী ধরনের পরিবেশ-পরিস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে, কার কী ভূমিকা হবে, সরকার গঠন করলে কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিতে হবে, বিরোধী দলে থাকলে সংসদকে কার্যকর রাখার জন্য কী ধরনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, সনদের শর্ত ভঙ্গ করলে কী হবে তা উল্লেখ থাকবে। এগুলোর পাশাপাশি আইনি ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে নৈতিকতা ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। নির্বাচন সংক্রান্ত সব কিছুকেই নির্বাচন কমিশনের কার্যকর নিয়ন্ত্রনে আনতে হবে।

উপরোক্ত শর্তসমূহ যথাযথভাবে পূরণসাপেক্ষে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে আয়োজন করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি। আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে নিশ্চয়ই আমরা সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবো।

Centrebased Analysis Vote

Sylhet 2018

Distribution of Vote, Grouped by Turnout

Total number of centres 134

	No of Centers	Vote for Winner (Ariful Haque Chowdhury) [Opposition Winner]	Vote for nearest contestant (Bodruddin Ahmed Kamran) [Ruling Party Nearest Contestant]	Difference as percentage of nearest contestant
10-20%	1	179	212	-15.57
30-40%	2	712	264	169.70
40-50%	11	6639	3487	90.39
50-60%	49	34948	21862	59.86
60-70%	34	24370	24160	0.87
70-80%	27	19016	24892	-23.61
80-90%	9	6084	10360	-41.27
90-100%	1	640	1155	-44.64